যুগান্তর

তারিখ 16 SEP 2013
পৃঃ ৫ কলাম ৮

২০১৬ সালের মধ্যে সব স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. আফসারুল আমীন বলেছেন, ২০১৬ সালের জুন মাসের মধ্যে দেশের সব প্রাইমারি স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা করা হবে। মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষকরা ক্লাস নিবেন। দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পর্যায়ক্রমে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া সামগ্রী দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও উন্নত ও যুগোপযোগী করা হচ্ছে। এরই মধ্যে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণের জন্য বিদ্যালয়ে খেলনাসামগ্রী দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (পিটিআই) অডিটোরিয়াম ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে এক সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। চট্টগ্রাম বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা উপপরিচালক মাহবুবুর রহমান বিল্লাহর সভাপতিত্বে সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান আবদুচ ছালাম, এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী তোফাজ্জল আহমদ, ডিপিএড প্রশিক্ষণার্থী পার্থ ঘোষ, পিটিআইয়ের সুপারিনটেনডেন্ট মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম তালুকদার। সুধী সমাবেশে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, মানসম্মত, গুণগত শিক্ষা দিতে পারলে দেশ এগিয়ে যাবে। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়ায় দেশে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। এরই মধ্যেই বর্তমান সরকার ৭১ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে এবং শিগগিরই আরও ২২ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। মন্ত্রী বলেন, শুধু শিক্ষক নিয়োগ দিলেই হবে না। প্রশিক্ষিত শিক্ষকই মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে দেশে নতুন ১২টি পিটিআই স্থাপন করা হবে। আফসারুল আমীন বলেন, শিক্ষায় যে গুণগত পরিবর্তন হয়েছে তা বজায় রাখা সরকারের এবং শিক্ষকদের একার পক্ষে সম্ভব নয়। পাশাপাশি অভিভাবকদের এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে মায়েদের এগিয়ে আসতে হবে। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা যাতে বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় শিক্ষকদের সে উদ্যোগও নিতে হবে। মন্ত্রী বলেন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্কুলে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রমান্বয়ে দেয়া হবে। দেশে শুধু বড়লোকের ছেলেরাই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করবে না, সব শ্রেণীর নাগরিকের সন্তানরা তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হবে। মন্ত্রী বলেন, সরকারি-বেসরকারি ও প্রাইভেট স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষার সিলেবাস একীভূত করার চিন্তাভাবনা করছে সরকার। এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের জন্য শিক্ষায় সমান সুযোগ নিশ্চিত হবে। তিনি বলেন, প্রাথমিক স্তরে শিশুদের শিক্ষার ভিত মজবুত হলে ওপরের ধাপগুলো শিক্ষার্থীরা সহজে পার করতে পারবে। তিনি শিশুদের নিয়মিত স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকদের আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন।

—সুমাইয়া রহমান সীমা